DAWAT-E-ISLAMI

রিসালা নং: ৯০

কবরবাসীদের ২৬টি ঘটনা

(কবরস্থানের দোয়া ও মাদানী ফুল সম্বলিত)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গলশূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতরাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৬০টি কবর থেকে আযাব তুলে নেয়া হয়েছে	৪	কবরে মৃতরা ডুবন্ত মানুষের মতো হয়ে থাকে	২২
বুযুর্গের দোয়ায় পুরো কবরস্থানবাসীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে	৬	পিতা-মাতার কবর যদি কবরস্থানের মাঝখানে হয় তখন...	২২
নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী	৮	**কবরের পাশে বসে তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গে**	২৩
		নূরানী পোশাক	২৪
কবরবাসীদের সাথে ফারুকে আযমের কথাবার্তা!	৮	নূরানী থালা	২৪
		ইছালে সাওয়াবের ৪টি মাদানী ফুল	**২৫**
হে উদাসীন মানুষ! তোমার সাথে নেকী যাবে!	৯	মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি হোক	২৫
		সকল কবরবাসীকে সুপারিশকারী বানানোর আমল	২৬
কবরস্থানে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি	১১		
কবরের উপর ফুল দেওয়া	১২	মৃত ব্যক্তিদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভের পদ্ধতি	২৬
কবরস্থানে কিসের ধ্যান করবে?	১২		
গোলাপ ফুল না অজগর?	১৩	গাউছে পাকের আপন ইমামের মাযারে উপস্থিতি	২৭
মৃতদেরকে বুযুর্গদের পাশে দাফন করুন	১৪		
কবরস্থানের মৃত ব্যক্তিরা স্বপ্নে এসে গেলো!	১৫	**মাযার সম্পর্কিত ১০টি মাদানী ফুল**	**২৯**
রূহগুলো ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াব খুঁজতে থাকে	১৬	মাযারে উপস্থিত হওয়ার পদ্ধতি	২৯
		মাযার যিয়ারত করা সুন্নাত	৩০
ইছালে সাওয়াবের তৎক্ষণাৎ বরকত	১৭	আউলিয়াদের মাযার থেকে উপকার লাভ হয়ে থাকে	৩০
স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে অসুস্থ দেখার তাবির (ব্যাখ্যা)	১৯		
		কবরকে চুমু দেবে না	৩১
আগুনের শিখা নিয়ে এলো, কিন্তু ...	২০	শহীদদের মাযারে গিয়ে সালাম জানানোর পদ্ধতি	৩১
জীবিতদের দোয়ার দ্বারা মৃতদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়ে থাকে	২০		
		মাযারে চাদর দেওয়া	৩১
মরহুম আব্বাজান স্বপ্নে এসে বললেন যে...	২১	মাযারের উপর গুম্বুজ তৈরী করা	৩২

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মাযারে আলোকসজ্জা করা	৩৩	মাজারের আশপাশের কবরগুলো নিশ্চিহ্ন করে তার উপর তৈরি করা মেঝে হাঁটাচলা করা হারাম	৪৬
কবরের তাওয়াফ করা	৩৩		
কবরকে সিজদা করা	৩৩		
কবরে কুরআন তিলাওয়াতকারী এক যুবক	৩৪	কবরের পাশে নোংরা কিছু করা	৪৭
সুগন্ধিময় কবর	৩৫	মৃতকে দাফন করার জন্য কবরে পা রাখতে হলে তখন?	৪৭
এক চোখ বিশিষ্ট মৃত ব্যক্তি	৩৬		
প্রত্যেক সাহাবী নিশ্চিত জান্নাতী	৩৬	কবরস্থানে পিঁপড়াকে মিষ্টিদ্রব্য দেওয়া	৪৮
রহস্যময় কূপের বন্দী	৩৭	কবরে পানি ছিঁটানো	৪৯
ঋণগ্রস্থ শহীদও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ...	৩৯	**পুরাতন কবরস্থানে ঘর নির্মাণ করা কেমন?**	৪৯
		পুরাতন কোন কবরে হাঁড় দেখা গেলে তখন	৫০
জানাযার নামাযের পূর্বে ঘোষণা করার পদ্ধতি	৪০	স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে কবর খোলার মাসয়ালা	৫১
কবরে চোখ খুলে দিলো	৪১	কবরের উপর বাচ্চারা খেলাধূলা করে	৫৩
আল্লাহ্‌র ওলীগণ ওফাতের পরও জীবিত	৪১	কবর উম্মুক্তকারী অন্ধ হয়ে গেলো!	৫৪
যখন মহিষের পা মাটিতে ধ্বসে গেলো....	৪২	**কবর উম্মুক্তকারী জীবিত দাফন হয়ে গেলো**	৫৫
কবরের উপর যারা বসে তাদের জন্য সতর্কতা	৪৩	আমানত স্বরূপ দাফন করার মাসয়ালা	৫৬
		বিনা অনুমতিতে অন্য কারো জায়গায় দাফন করা	৫৬
কবরের উপর পা রাখার সাথে সাথে আওয়াজ আসলো	৪৩	মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পদও দাফন হয়ে গেলো, তখন কী করবে?	৫৮
কবরের উপর শায়িত ব্যক্তিকে কবরবাসী বললেন...	৪৪	**কবর যিয়ারত করার ১৪টি মাদানী ফুল**	**৫৯**
উঠো! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছো!	৪৫	কবরস্থানে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি	৫৯
কবরের উপর পা রাখা হারাম	৪৫	কবর যিয়ারতের উত্তম সময়	৬০
কবর নিশ্চিহ্ন করে তার উপর তৈরীকৃত রাস্তা দিয়ে চলা হারাম	৪৬	কবরের উপর আগর বাতি জ্বালানো	৬১
		তথ্যসূত্র	৬৩

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা(১)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও এই রিসালাটি শেষ পর্যন্ত পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঈমান তাজা হয়ে যাবে।

(১) ৫৬০টি কবর থেকে আযাব তুলে নেয়া হয়েছে

হযরত আল্লামা আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আহমদ মালেকী কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় দরবারে উপস্থিত হয়ে এক মহিলা আরয করলো: আমার যুবতী মেয়েটি মারা গেছে। এমন কোন আমল থাকলে বলুন, আমি যেন তাকে স্বপ্নে দেখতে পাই। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে আমল বলে দিলেন। সে তার মরহুমা মেয়েকে স্বপ্নে দেখল,

---

(১) আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনাতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ১০ই শাবান ১৪৩১ হিজরি মোতাবেক ২২/০৭/২০১০ ইংরেজি তারিখে এই বয়ানটি প্রদান করেন। সংশোধন ও সংযোজন সহকারে সেই বয়ানটি আপনাদের খেদমতে পেশ করা হলো।
— মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

কিন্তু এমন অবস্থায় দেখল যে, তার শরীরে আলকাতরার পোশাক ছিলো। কাঁধে শিকল, পায়ে বেড়ি সমূহ ছিলো! এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে ঐ মহিলাটি কেঁপে উঠলো! সে পরের দিন এই স্বপ্নটি হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে শুনালো। শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই দুঃখিত হলেন। কিছুদিন পর হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখলেন। সে জান্নাতের একটি আসনে মাথায় তাজ পরিহিত অবস্থায় বসে আছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দেখে ঐ মেয়ে বলতে লাগলো: 'আমি সেই মহিলারই কন্যা, যিনি আপনাকে আমার অবস্থার কথা বলেছিলেন।' তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: তার কথা মতো তুমি তো শাস্তিতে লিপ্ত ছিলে! তোমার এ ভাল অবস্থা কীভাবে হলো? মেয়েটি বললো: কবরস্থানের পাশ দিয়ে একজন লোক পথ অতিক্রম করে। লোকটি **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে। তাঁর দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে **আল্লাহ্ তায়ালা** আমরা ৫৬০ জন কবরবাসীর আযাব তুলে নিয়েছেন।

(আত তাযকিরাতু ফি আহওয়ালিল মওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ্ থেকে গৃহীত, ১ম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)

বসুয়ে কোয়ে মদীনা বড়ো দুরূদ পড়ো,
জু তুম কো চাহিয়ে জান্নাত পড়ো দুরূদ পড়ো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(২) বুযুর্গের দোয়ায় পুরো কবরস্থানবাসীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেলো, দরূদ শরীফের অনেক বরকত রয়েছে। তাও যদি কোন আশিকে রাসূলের মুখ থেকে বের হয়ে আসে, তখন সেটার মর্যাদা কিছুটা অন্য রকম হয়। হতে পারে তিনি **আল্লাহ্ তায়ালা**র কোন মকবুল বান্দা ছিলেন, যিনি কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার এবং দরূদ শরীফ পড়ার বরকতে ৫৬০ জন মৃত ব্যক্তি থেকে আযাব তুলে নেওয়া হলো। নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের কবরগুলোতে আশিকে রাসূলদের সম্মান সহকারে নিয়ে যাওয়া, সেখানে তাদের মাধ্যমে ইছালে সাওয়াব করানো নিঃসন্দেহে উত্তম কাজ। **আল্লাহ্**-ওয়ালাদের পায়ের বরকতের কথা কী বলবো! হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইসমাঈল খাদ্বরামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে খুবই কান্না করলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ তিনি হাসতে লাগলেন। তাঁর কাছে যখন সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলো, তখন তিনি বললেন: আমি দেখলাম যে, কবরস্থানের সকলের উপর আযাব হচ্ছে। তাই আমি তাদের জন্য **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে কান্নাকাটি করে মাগফিরাতের দোয়া করি। তখন আমাকে বলা হলো: যাও! আমি এসব লোকদের পক্ষে তোমার সুপারিশ কবুল করে নিলাম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

(এটা বলে এক কোণায় অবস্থিত একটি কবরের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন:) ঐ কবরের বাসিন্দা মহিলাটি বললো: হে ফকীহ ইসমাঈল! আমি একজন গান-বাজনাকারী মহিলা ছিলাম। আমারও কি ক্ষমা হয়ে গেছে? আমি তাকে বললাম: হ্যাঁ, তুমিও এই (ক্ষমা প্রাপ্তদের) দলেই রয়েছ। এই ব্যাপারটিই আমাকে হাসিয়েছে।

(শরহুস সুদূর, ২০৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মর্যাদাও কি অতুলনীয়। কবরের অবস্থা তাঁদের নিকট প্রকাশিত হয়। কবরবাসীদের সাথে তাঁরা কথা বলেন। তাঁদের দোয়া ও মুনাজাতের দ্বারা আযাব উঠে যায়। কবরবাসীরা তাঁদের নিকট প্রার্থনা করেন, তখন তাঁরা তা শুনেন এবং তাঁদের সাহায্য করেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে আউলিয়ায়ে কিরামের সদকায় বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাম কো সারে আউলিয়া চে পেয়ার হে, اِنْ شَآءَ الله **আপনা বেড়া পার হে।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী

আমাদেরও উচিত মুসলমানদের কবর যিয়ারত করা। এটা সুন্নাত, আখিরাতের স্মরণের মাধ্যম, নিজের জন্য মাগফিরাতের মাধ্যম। আর কবরবাসীদের জন্য উপকারের একটি উপকরণ। এই ব্যাপারে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শুনুন: (১) "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ, তা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণ এবং আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" **(ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৭১)** (২) "কোন ব্যক্তি যখন এমন কোন কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, দুনিয়াতে যাকে সে চিনতো আর তাকে সালাম করে। তখন ঐ মৃতব্যক্তি তাকে চিনতে পায় এবং তার সালামের জবাব দিয়ে থাকে।" **(তারিখে বাগদাদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১৭৫)** (৩) "যে (ব্যক্তি) জুমার দিন তার মাতা-পিতা কিংবা যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাঁকে ক্ষমা করা হবে এবং তাকে নেককার হিসাবে লিখা হবে।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯০১)**

(৩) কবরবাসীদের সাথে ফারুকে আযমের কথাবার্তা!

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْر! অর্থাৎ হে কবরবাসী! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

www.dawateislami.net

'নতুন সংবাদ হলো; তোমাদের স্ত্রীগণ নতুন বিয়ে করে নিয়েছে। তোমাদের ঘরগুলোতে অন্যান্য লোকের বসবাস শুরু হয়েছে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ সব বন্টন হয়ে গেছে।' তখন আওয়াজ আসলো: হে ওমর! আমাদের (পক্ষ থেকে) নতুন সংবাদ হলো; আমরা যা নেক আমল করেছি, তার প্রতিদান আমরা এখানে পেয়েছি। আর যা **আল্লাহ্**র রাস্তায় খরচ করেছি, সেগুলোর উপকারও এখানে পেয়ে গেছি। আর দুনিয়াতে আমরা যা রেখে এসেছি, তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। (শরহুস সুদূর, ২০৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তায়ালা**র রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হে উদাসীন মানুষ! তোমার সাথে নেকী যাবে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কিরূপ উচ্চ মর্যাদা! **আল্লাহ্ তায়ালা**র দয়ায় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কবরবাসীদের সাথেও কথাবার্তা বলতেন। বর্ণিত ঘটনায় বিশেষতঃ ধন-সম্পদলোভীদের জন্য, বিলাসবহুল ঘর, উঁচু উঁচু প্রসাদ তৈরীকারীদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় 'মাদানী ফুল' রয়েছে। হায়, মানুষ দুনিয়ার যে ঘরকে মজবুত ও সুদৃঢ়ভাবে নির্মাণ করে এবং খুব সুন্দর ভাবে সাজায়, সেটা তার কাছে চিরকাল থাকে না। অবশেষে অন্য লোক তাতে বসবাস করে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

তার রক্ত ও ঘামের কষ্টার্জিত উপার্জন এবং জমানো পূঁজি ও ব্যাংক ব্যালেন্সও অন্য লোকের হাতে চলে যায়। হ্যাঁ! মৃত্যুর পর শুধুমাত্র ঐ সম্পদই কাজে আসে, যা **আল্লাহ্**র রাস্তায় খরচ করা হয়েছে। ২৫ পারার সূরা দূখান-এর ২৫ থেকে ২৯নং আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করছেন:

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿۲۵﴾ وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿۲۶﴾ وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿۲۷﴾ كَذٰلِكَ ۫ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿۲۸﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿۲۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা-তো বাগান ও প্রস্রবনই ছেড়ে গেছে! এবং ক্ষেত ও উত্তম বাসস্থান সমূহ। এবং নিয়ামত সমূহ যেগুলোর মধ্যে তারা আনন্দিত ছিলো। আমি অনুরূপই করেছি; এবং সেগুলোর উত্তরাধিকারী অন্য সম্প্রদায়কে করে দিয়েছি। সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমিন ক্রন্দন করেনি এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি।

দৌলতে দুনিয়া এহিঁ রহ জায়ে গি, গাফেল ইনসাঁ সাথ নেকি আয়ে গি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

কবরস্থানে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই কবরস্থানে যাওয়ার সুযোগ হয়, তখন এভাবে দাঁড়াবেন যেন আপনার পিঠ থাকবে কিবলার দিকে আর মুখ থাকবে কবরবাসীর চেহারার দিকে। এরপর তিরমিযী শরীফে বর্ণিত এই সালামটি বলুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

অর্থাৎ- "হে কবরবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদের ও তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিক। তোমরা আমাদের পূর্বে আগমন করেছ। আর আমরা তোমাদের পরে আগমনকারী। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৫৫) ❀ চেহারার দিক থেকে সালাম দেওয়ার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কবর যিয়ারত করতে হয় মৃত ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে এবং কবরবাসীর পায়ের দিক দিয়ে যাবে যেন তাঁর চোখের সামনা-সামনি হয়। মাথার দিক থেকে আসবে না, যাতে মাথা উঠিয়ে দেখতে হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা) ❀ খুব কান্না-কাটি করতে করতে নিজের ও কবরবাসীর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবেন। কান্না না এলে কান্নার মতো ভান করবেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কবরের উপর ফুল দেওয়া

কবরের উপর ফুল দেওয়া উত্তম। কেননা, যতক্ষণ তা তাজা থাকবে, তাসবীহ পড়বে এবং মৃত ব্যক্তির অন্তর প্রশান্তি পাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা) ❀ অনুরূপ জানাযার খাটের উপর ফুলের চাদর ইত্যাদি দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৫২ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা) ❀ কবরের উপর থেকে তাজা ঘাস উপড়ানো উচিত নয়। কেননা, সেগুলোর তাসবীহ দ্বারা রহমত বর্ষিত হয়, আর মৃতের প্রশান্তি লাভ হয়। উপড়ানোর দ্বারা মৃতের হক নষ্ট হয়।

(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

কবরস্থানে কিসের ধ্যান করবে?

কবরস্থানে উপস্থিতকালে অযথা কথাবার্তা এবং উদাসীনতাপূর্ণ ধ্যান না করে ফিক্‌রে মদীনা অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব করে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণে এনে যদি পারেন চোখের পানি ফেলুন এবং গুনাহের কথা স্মরণ করে, কবরের শাস্তিকে খুব বেশি ভয় করুন, তাওবাও করুন এবং মনের মধ্যে এই কল্পনা আনুন যে, আজ যেভাবে এসব মৃতরা কবরগুলোতে একাকী পড়ে আছে, অচিরেই আমিও এরূপ অন্ধকার কবরে একা পড়ে থাকব। তাছাড়া হাদীসে পাকের এই শব্দগুলো স্মরণ করুন; كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। (আল জামিউস সগীর লিস সুয়ূতি, ৩৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৬৪১১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

কবর মেঁ মাইয়িত উতরনি হে জরুর, যেয়ছি করনি ওয়েসি ভরনি হে জরুর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) গোলাপ ফুল না অজগর?

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেককারদের আলোচনার সময় **আল্লাহ্**র রহমত অবতীর্ণ হয়।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ১০৭৫০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন নেক বান্দাদের আলোচনার এই অবস্থা, তখন যেখানে নেক বান্দাগণ স্বয়ং বিদ্যমান থাকেন, সেখানে রহমত অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কীরূপ হতে পারে! নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তায়ালা**র নেক বান্দারা কবরে থাকলেও সেখান থেকে ফয়েয (বরকত) পৌঁছিয়ে থাকেন। আর তাঁদের আশে পাশের মৃত ব্যক্তিরাও উপকৃত হয়ে থাকে। যেমনিভাবে- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "মলফুজাতে আ'লা হযরত"এর ২৭০ পৃষ্ঠায় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত মিয়া ছাহেব কিবলা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি; এক জায়গায় কোন একটি কবর খুলে যায়। আর লাশ দেখা যাচ্ছিলো। দেখা যায়, গোলাপ গাছের দুইটি ডাল তার গায়ের সাথে জড়িয়ে আছে এবং দুইটি গোলাপ ফুল তার নাকের দুই ছিদ্রে রাখা আছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” **(মুসলিম শরীফ)**

পানির আঘাতে কবর উন্মুক্ত হয়ে গেছে এই ভেবে কবরবাসীর আত্মীয়-স্বজনেরা অন্যত্র কবর খনন করে লাশটিকে সেখানে নিয়ে রাখলো। এখন দেখাগেলো দুইটি বড় অজগর সাপ তার শরীরের সাথে জড়িয়ে আছে এবং ফণা তুলে তার মুখ চাটছে! সবাই আশ্চার্য্য হলো! কোন একজন পরহেযগার ব্যক্তিকে ঘটনাটি জানানো হলো। তিনি বললেন: সেখানেও (পূর্বের জায়গায়ও) এই অজগরই ছিলো। কিন্তু (কবরটি) এক **আল্লাহ্**র ওলীর মাযারের পাশে ছিলো। তার বরকতে সেই আযাব রহমতে বদলে গিয়েছিলো। সেই অজগর ফুল গাছে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো আর তার ফণা গোলাপ ফুলে বদলে গেলো। (এই মৃতের) যদি ভাল চাও, তাহলে সেখানে (পূর্বের স্থানে) নিয়ে গিয়েই দাফন করো। অবশেষে সেখানে নিয়ে রাখা হলো আর রাখতেই দেখাগেলো তা ফুল গাছ আর গোলাপ ফুলই ছিলো।

মৃতদেরকে বুযুর্গদের পাশে দাফন করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেদের ভাই, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে দাফন করা নিঃসন্দেহে জায়েয। কিন্তু কোন **আল্লাহ্**র ওলীর পাশে দুই গজ জমি যদি সৌভাগ্যে জুটে যায়, তবে মদীনা মদীনা! আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আপন মৃত ব্যক্তিদেরকে বুযুর্গদের পাশে দাফন করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

কারণ, তাঁদের বরকতের কারণে এদের শাস্তি দেওয়া হয় না। هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ অর্থাৎ তাঁরা এমন এক দল, যে দলের সঙ্গলাভকারীরাও বঞ্চিত হয় না। সুতরাং হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে: "اَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ وَسْطَ قَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের মৃতদেরকে নেককারদের মাঝে দাফন করো।"

(আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩৭)

মরোঁ তাইবা মেঁ আয় লোগো! বাক্বীয়ে পাক লে জানা,
সাহাবা অওর আহলে বাইত কে সায়ে মেঁ দফনানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) কবরস্থানের মৃত ব্যক্তিরা স্বপ্নে এসে গেলো!

এক ব্যক্তির নিয়মিত আমল ছিলো যে, তিনি কবরস্থানে এসে বসে পড়তেন। যখনি কোন জানাযা আসতো তার জানাযার নামায আদায় করতেন। সন্ধ্যার সময় কবরস্থানের দরজায় দাঁড়িয়ে এভাবে দোয়া করতেন: হে কবরবাসীরা! **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুক। তোমাদের অসহায়ত্বের উপর দয়া করুক। তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করুক এবং নেকী সমূহ কবুল করুক। সেই ব্যক্তিটি বলেন: একদিন সন্ধ্যা বেলায় (ফেরার সময়) আমি আমার কবরস্থানের নিয়মিত আমলটি পূর্ণ করতে পারিনি।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ তাদের জন্য দোয়া না করেই বাড়ি ফিরে আসি। দেখি, আমার স্বপ্নে অনেক লোক এসে হাজির। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কারা? আর কেন এসেছেন? তারা বললো: আমরা সবাই কবরবাসী। আপনি নিয়মিত অভ্যাস করে নিয়েছেন যে, ঘরে আসার পূর্বে আমাদেরকে উপহার দিতেন, কিন্তু আজ দেননি। আমি বললাম: কী সে উপহার? তারা বললো: তা ছিলো দোয়ার উপহার। আমি বললাম: ঠিক আছে, এ উপহার আমি তোমাদেরকে পূনরায় দিতে থাকবো। এর পর থেকে আমি আর কোন দিন এই আমল ছাড়িনি।

(শরহুস সুদূর, ২২৬ পৃষ্ঠা)

রূহগুলো ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াব খুঁজতে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, মৃতরা তাদের কবরে আসা যাওয়া লোকদের চিনতে পারে। আর জীবিতদের দোয়া দ্বারা তারা উপকৃত হয়ে থাকে। যখনই জীবিতদের পক্ষ হতে ইছালে সাওয়াবের উপহার আসা বন্ধ হয়ে যায়, সেটাও তাদের জানা হয়ে যায়। আর **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের অনুমতিও দেন, তখন তারা ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াব খুঁজতে থাকে। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার (সংকলিত) ৯ম খন্ডের ৬৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন:

www.dawateislami.net

'গারায়িব' এবং 'খাযানা' নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে; মু'মিনদের রূহগুলো প্রতি জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত), ঈদের দিন, আশুরার দিন, (শবে) বরাতের রাতে নিজেদের ঘরে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে এবং প্রতিটি রূহই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বড় আওয়াজে আহ্বান করে। বলে: হে আমার পরিবারের সদস্যরা! হে আমার সন্তানেরা! হে আমার আত্মীয়-স্বজনেরা! তোমরা (আমাদের ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে) দান-সদকা করে আমাদের উপর দয়া করো।

হে কওন কে গিরয়া করে ইয়া ফাতেহা কো আয়ে,
বে কস কে উঠায়ে তেরি রহমত কে ভরণ ফুল।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৬) ইছালে সাওয়াবের তৎক্ষণাৎ বরকত

ইছালে সাওয়াবের তৎক্ষণাৎ বরকত প্রতিফলিত হওয়ার ব্যাপারে হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত শায়খ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক জায়গায় দাওয়াতে গেলেন। তিনি দেখলেন: এক যুবক আহার করছে। যার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তিনি কাশফের (অন্তদৃষ্টির) অধিকারী। জান্নাত ও জাহান্নামের কাশফও তাঁর রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গলশূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

আহার করতে করতে হঠাৎ তিনি কান্না করতে লাগলেন। কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন: আমার মা জাহান্নামে জ্বলছে। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে কলেমায়ে তাইয়েবা সত্তর হাজার (৭০,০০০)বার পাঠকৃত সংরক্ষিত ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ যুবকটির মায়ের প্রতি তা মনেমনে ইছাল করে দেন। সাথে সাথে যুবকটি হাসতে লাগলেন। বললেন: আমি আমার মাকে জান্নাতে দেখতে পাচ্ছি।

(মিরকাতুল মাফাতীহ্, ৩য় খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৪২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ঐ যুবকটি নিজের কাশ্‌ফের মাধ্যমে অদৃশ্যের অবস্থা দেখে নিতেন! সায়্যিদুনা ইবনে আরবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াবের পর (তার মায়ের) অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেলো। সত্তর হাজার (৭০,০০০)বার কলেমা শরীফ পড়ার ফজীলত যে হাদীস পাকে রয়েছে সে হাদীসটি হলো: "নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি সত্তর হাজার (৭০,০০০)বার لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله পড়বে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তির জন্য তা পড়া হবে, তাকেও ক্ষমা করে দিবেন।" **(মিরকাতুল মাফাতীহ্, ৩য় খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৪২)** আমাদেরও উচিত, জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও সত্তর হাজার (৭০,০০০)বার কলেমা শরীফ পড়ে নেওয়া। যাদের আত্মীয়-স্বজন কিংবা আপনজন মারা যায় তাদের উচিত, এই ওযীফাটি তাদের জন্য ইছালে সাওয়াব করে দেওয়া।

www.dawateislami.net

একদিনে এবং একই বৈঠকে পড়াটা জরুরী নয়, অল্প অল্প করেও পড়তে পারবেন, যদি দৈনিক ১০০বার করেও পড়া হয়, তবে দুই বছরের আগে আগে সত্তর হাজার (৭০,০০০)বার পূর্ণ হয়ে যাবে।

মেরে আমাল কা বদলা তো জাহান্নাম হি থা,
মেঁ তো জাতা মুঝে ছরকার নে জানে না দিয়া। (সামানে বখশিশ)

স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে অসুস্থ দেখার তাবির (ব্যাখ্যা)

কোন মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে রাগান্বিত, অসুস্থ কিংবা উলঙ্গ অবস্থায় দেখার সাধারণ তাবির (ব্যাখ্যা) এটা করা হয়ে থাকে যে, মৃত ব্যক্তি আযাবে লিপ্ত রয়েছে। এই জন্য কোন মুসলমানকে **আল্লাহ্**র পানাহ! কেউ যদি এই অবস্থায় দেখে, তবে তার উচিত, সেই মৃতের জন্য ইছালে সাওয়াব করা। যেমনিভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"মলফুযাতে আ'লা হযরত"** এর ১৩৯ পৃষ্ঠায় ঈমান তাজাকারী "প্রশ্নোত্তরটি" লক্ষ্য করুন। **প্রশ্ন :** হুযুর! এক ব্যক্তি তার মেয়ের মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখল যে, মেয়েটি উলঙ্গ এবং অসুস্থ। এই স্বপ্নটি সে কয়েকবার দেখলো। **উত্তর :** কলেমায়ে তাইয়েবা (অর্থাৎ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله) সত্তর হাজার (৭০,০০০)বার দরূদ শরীফ সহকারে পড়ে ইছালে সাওয়াব করে দিলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যে পড়বে এবং যার জন্য (এর সাওয়াব) পাঠানো হবে, উভয়ের জন্য নাজাতের ওসীলা হবে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

আর পাঠকের দ্বিগুণ সাওয়াব অর্জিত হবে। আর যদি দুই জনকে পাঠায়, তাহলে তিনগুণ সাওয়াব হবে। এভাবে কোটি কোটি বরং সমস্ত মু'মিনদের প্রতি ইছালে সাওয়াব করতে পারবে। এরই ধারাবাহিকতায় এই পাঠকেরও সেই অনুপাতে সাওয়াব অর্জিত হবে।

আল্লাহ্ কি রহমত ছে তো জান্নাত হি মিলে গি,
আয় কাশ! মহল্লে মেঁ জাগা উন কে মিলি হো। (ওয়াসায়েলে বখশিশ)

(৭) আগুনের শিখা নিয়ে এলো, কিন্তু ...

এক ব্যক্তি নিজের মৃত ভাইকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: কবরে দাফন করার পরে কী হলো? জবাব দিলো: এক ব্যক্তি আগুনের শিখা নিয়ে আমার দিকে এলো। দোয়াকারী যদি আমার জন্য দোয়া না করতো, তাহলে আমাকে মেরেই দিতো। **(শরহুস সুদূর, ২৮১ পৃষ্ঠা)**

জীবিতদের দোয়ার দ্বারা মৃতদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, মৃত মুসলমানদের জন্য জীবিতদের দোয়া অত্যন্ত উপকারে আসে। যেমনিভাবে- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৭৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“মাদানী পাঞ্জেসূরা”** এর ৩৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমার উম্মত গুনাহ্ নিয়ে কবরে প্রবেশ করবে। আর বের হবে, গুনাহ মুক্ত অবস্থায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

কেননা, মু'মিনদের দোয়ার কারণে তাদের গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (আল মুজামুল আওসাত, ১ম খন্ড, ৫০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৭৯)

মুঝ কো সাওয়াব ভেজো, দোয়ায়েঁ হাজার দো,
গো কবর মেঁ উতারা, না দিল চে উতার দো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮) মরহুম আব্বাজান স্বপ্নে এসে বললেন যে .....

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যখন আমার আব্বাজানের ইন্তেকাল হলো, তখন আমি খুব কান্না-কাটি করলাম। আর তাঁর কবরে প্রতিদিন উপস্থিত হতে লাগলাম। পরে ধীরে ধীরে কবরে আসা-যাওয়া কমতে থাকে। একদিন আব্বাজান স্বপ্নে এসে বললেন: হে আমার পুত্র! তুমি কেন দেরী করলে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আমার আসা-যাওয়া সম্পর্কে কি আপনি জানতে পারেন? বললেন: 'কেন জানবো না? তোমার প্রতিবারের উপস্থিতির সংবাদ আমার জানা হয়ে যেতো। আর আমি তোমাকে দেখে আনন্দিত হতাম। এমনকি আমার আশ-পাশের মৃতরাও তোমার দোয়ার উপর সন্তুষ্ট হতো।' অতএব, এই স্বপ্নের পর থেকে আমি নিয়মিতভাবে আব্বাজানের কবরে (যিয়ারতের জন্য) যাওয়া আরম্ভ করে দিই। (শরহুস সুদূর, ২২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

(৯) কবরে মৃতরা ডুবন্ত মানুষের মতো হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, কবরবাসীরা তাদের কবরে আগমনকারী আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের আগমণ, তাদের দোয়া এবং ইছালে সাওয়াবে খুশী হয়ে থাকে। আর যে সব আত্মীয়-স্বজন কবরে যায় না, তারা তাদের অপেক্ষায় থাকে। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা ডুবন্ত মানুষের মতো। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে যে, তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধব তার জন্য দোয়া করবে কি না। আর যখনই তাদের কারো দোয়া তার নিকট পৌঁছে, সেটি তার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে তার চাইতেও উত্তম হয়ে থাকে। **আল্লাহ্ তায়ালা** কবরবাসীদেরকে তাদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে প্রেরিত হাদিয়ার সাওয়াব পাহাড় সমপরিমাণ করে দান করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের হাদিয়া হলো; মৃতদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯০)

পিতা-মাতার কবর যদি কবরস্থানের মাঝখানে হয় তখন..

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই সে বড় সৌভাগ্যবান পুত্র। যে তার মরহুম পিতা-মাতার কবরে যিয়ারতের জন্য আসা-যাওয়া করে থাকে।

www.dawateislami.net

এই মাসয়ালাটি স্মরণে রাখবেন! অন্যের কবরে পা রাখা ব্যতিরেকে যদি মাতা-পিতা ইত্যাদির কবর পর্যন্ত না যেতে পারেন, তাহলে দূর থেকেই ফাতিহা পড়তে হবে। কেননা, বুযুর্গদের মাযার ও পিতা-মাতার কবরে যাওয়াটা মুস্তাহাব কাজ। আর মুসলমানদের কবরে পা রাখা হারাম। মুস্তাহাব কাজের জন্য হারাম কাজের শরীয়াতে অনুমতি নেই। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ৫২৪ পৃষ্ঠায় বলেন: এর বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা আবশ্যক, যেই কবর পর্যন্ত যেতে চাচ্ছেন, যদি সে পর্যন্ত এমন কোন পুরনো রাস্তা থাকে (যা কবর নিশ্চিহ্ন করে তৈরি করা হয়নি), আর যদি কবরের উপর দিয়েই যেতে হয়, তবে অনুমতি নেই। দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যে কোন কবরের দিকে মুখ করে ইছালে সাওয়াব করে দিবেন।

কবরের পাশে বসে তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গে

আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবারে কৃত প্রশ্নোত্তরটি লক্ষ্য করুন; **প্রশ্ন:** কবরস্থানে কবরের পাশে বসে কুরআন শরীফ, অথবা পাঞ্জেসূরা তিলাওয়াত করা জায়েয আছে কিনা? **উত্তর:** কবরের পাশে বসে মুখস্থ কিংবা দেখে দেখে উভয় প্রকার তিলাওয়াত করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। (কারণ, তিলাওয়াতের কারণে সেখানে **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত অবতীর্ণ হয় এবং মৃতের অন্তর প্রশান্তি পায়)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

যদি তা একমাত্র **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য হয়। না কোন কবরের উপর বসবে, না কোন কবরের উপর পা রেখে সেখানে পৌঁছাবে। আর যদি পা রাখা ছাড়া সেখানে পৌঁছাতে না পারে তাহলে তিলাওয়াতের জন্য কবরের কাছাকাছি যাওয়া হারাম। বরং পার্শ্ব থেকে কোন কবরকে পদদলিত করা ছাড়া যতটুকু যাওয়া যায় সেখান থেকে তিলাওয়াত করবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫২৪, ৫২৫ পৃষ্ঠা)**

(১০) নূরানী পোশাক

এক বুযুর্গ তার মৃত ভাইকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: জীবিত লোকদের দোয়াগুলো কি তোমাদের কাছে পৌঁছায়? উত্তরে মৃত ভাইটি বললো: হ্যাঁ! **আল্লাহ্ তায়ালা**র শপথ! সেগুলো নূরানী পোশাকের আকৃতিতে আমাদের কাছে এসে থাকে। আমরা সেগুলো পরিধান করে নিই। **(শরহুস সুদূর, ৩০৫ পৃষ্ঠা)**

জলওয়ায়ে ইয়ার চে হো কবর আবাদ, ওয়াহশতে কবর চে বাঁচা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১১) নূরানী থালা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, আমরা যে ইছালে সাওয়াব ও দোয়া করি, তা **আল্লাহ্ তায়ালা**র রহমতে মৃত মুসলমানদের কাছে গিয়ে অত্যন্ত উত্তম রূপে পৌঁছায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

এজন্য আমাদের উচিত, আমরা যেন আমাদের মৃত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনসহ সমস্ত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ইছালে সাওয়াব করতে থাকি। 'শরহুস সুদূর' কিতাবে বর্ণিত রয়েছে; যখন কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য ইছালে সাওয়াব করে, তখন হযরত সায়্যিদুনা জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام সেটা একটি নূরানী থালায় করে নিয়ে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন: হে কবরবাসী! এই হাদিয়া তোমার পরিবার-পরিজনেরা পাঠিয়েছেন, কবুল করো। এটা শুনে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। আর আশে-পাশের মৃত ব্যক্তিরা তা থেকে বঞ্চিত হবার কারণে দুঃখিত হয়। **(প্রাগুক্ত, ৩০৮ পৃষ্ঠা)**

কবর মেঁ আহ! ঘুপ আন্ধেরা হে, ফজল চে কর দে চাঁদনা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইছালে সাওয়াবের ৪টি মাদানী ফুল

মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি হোক

(১) আপনি যদি আলাহ্‌র ওলীর মাযার শরীফ কিংবা কোন মুসলমানের কবর যিয়ারত করতে যেতে চান তাহলে মুস্তাহাব হচ্ছে, প্রথমে ঘরে (মাকরূহ নয় এমন সময়ে) দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে নেয়া। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার সূরা ইখলাস পড়বেন।

www.dawateislami.net

তার পর সেই নামাযের সাওয়াব কবরবাসীকে পৌঁছিয়ে দিবেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করে দিবেন এবং এই সাওয়াব প্রেরণকারী ব্যক্তিকে অধিক সাওয়াব প্রদান করবেন।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

সকল কবরবাসীকে সুপারিশকারী বানানোর আমল

(২) **শফীউল মুযনিবীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করলো, অতঃপর সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস ও সূরা তাকাছুর পাঠ করলো, তারপর এই দোয়া করলো: "**হে আল্লাহ্!** আমি যা কিছু কোরআন তিলাওয়াত করলাম এগুলোর সাওয়াব এই কবরস্থানের সকল মু'মিন নর-নারীর রূহে পৌঁছিয়ে দাও।" তাহলে তারা সবাই কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির (অর্থাৎ ইছালে সাওয়াবকারীর) জন্য সুপারিশকারী হয়ে যাবে। **(শরহুস সুদূর, ৩১১ পৃষ্ঠা)**

মৃত ব্যক্তিদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভের পদ্ধতি

(৩) হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "যে ব্যক্তি **১১**বার সূরা ইখলাস পাঠ করে সেগুলোর সাওয়াব মৃত ব্যক্তিদের উপর পৌঁছিয়ে দিবে, তখন তাকে মৃতদের সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হবে।

(জমউল জাওয়ামে লিস সুয়ূতী, ৭ম খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩১৫২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

(৪) এভাবেও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে; কবরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতিহা, এরপর 'الٓمٓ' থেকে 'الْمُفْلِحُوْنَ' পর্যন্ত পড়বেন। তারপর আয়াতুল কুরসী, পরে 'اٰمَنَ الرَّسُوْلُ' শেষ পর্যন্ত এবং সূরা ইয়াসীন, সূরা মূলক ও সূরা তাকাছুর একবার করে তিলাওয়াত করে, অতঃপর সূরা ইখলাস ১২ বা ১১ অথবা ৭ কিংবা ৩বার পড়বেন।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪র্থ অংশ, ৮৪৯ পৃষ্ঠা)

ভেজো আয় ভাইয়ো! মুঝে তোহফা সাওয়াব কা,
দেখো না কাশ কবর মেঁ, মে মুঁহ্ আযাব কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২-১৩) গাউছে পাকের আপন ইমামের মাযারে উপস্থিতি

আমাদের গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'হাম্বলী' অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অনুসারী ছিলেন। গাউছে পাক কবরস্থান, বিশেষ করে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর পবিত্র মাযারগুলো যিয়ারত করতেন। এমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আলী বিন হাইতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও শায়খ বকা ইবনে বাতু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফয়েযপূর্ণ নূরানী মাযার যিয়ারত করি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

আমি দেখলাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর নূরানী কবর থেকে বের হয়ে এসে হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে (সম্মান ও মর্যাদার) পোশাক দান করে বললেন: হে আবদুল কাদের! দুনিয়ার সকল লোক ইলমে শরীয়াত ও তরীকতে তোমার মুখাপেক্ষী হবে। অতঃপর আমি হযরত গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নূরানী মাযারে গেলাম। সেখানে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَيْخُ مَعْرُوْفٌ! عَبَرْنَاكَ بِدَرْجَتَيْن

অর্থাৎ হে শায়খ মারূফ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি আপনার থেকে দুই ধাপ এগিয়ে গেছি। তিনি কবর থেকে জবাব দিলেন: وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا سَيِّدَ اَهْلِ زَمَانِهٖ অর্থাৎ আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক হে আপন যুগের সর্দার! (কালায়িদুল জাওয়াহির, ৩৯ পৃষ্ঠা, মিশর) **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মৃত্যুর পরও নিজেদের মাযারগুলোতে জীবিত।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর নূরানী কবর থেকে বের হয়ে হযরত সায়্যিদুনা গাউছে আযম দস্তগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে আলিঙ্গন করেন এবং হযরত সায়্যিদুনা মারূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন পবিত্র রওজা থেকে গাউছে পাকের সালামের জবাব এমনভাবে দিলেন যে, যা বাইরে থেকেও শোনা গিয়েছিলো।

জু ওলী কবল থে ইয়া বাদ হুয়ে ইয়া হোঙ্গে,
সব আদব রাখ্তে হেঁ দিল মেঁ মেরে আক্বা তেরা।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

মাযার সম্পর্কিত ১০টি মাদানী ফুল

মাযারে উপস্থিত হওয়ার পদ্ধতি

(১) আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর মাযারে উপস্থিত হলে পায়ের (অর্থাৎ ওলিআল্লার কদমের) দিক থেকে উপস্থিত হবে। কমপক্ষে চার হাত দূরত্বে মাযারওয়ালার চেহারাকে সামনে রেখে দাঁড়াবে। মধ্যম আওয়াজে এভাবে সালাম পেশ করবে:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

এরপর তিন বার দরূদে গাউছিয়া শরীফ পড়বে। একবার সূরা ফাতিহা, একবার আয়াতুল কুরসী, সাত বার সূরা ইখলাস, সাত বার দরূদে গাউছিয়া শরীফ, সময় থাকলে সূরা ইয়াসীন ও সূরা মূলকও পড়বে, তারপর **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে দোয়া করবে। এভাবে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

"**হে আল্লাহ্!** আমার এই পাঠে এত সাওয়াব দান করো যা তোমার দয়ার যোগ্য হয়, এতটুকু নয় যা আমার আমলের যোগ্য। এসব কিছুর সাওয়াব এই মকবুল বান্দার জন্য উপহার স্বরূপ পৌঁছে দাও।" অতঃপর শরীয়াত সম্মত নিজের বৈধ আশার জন্য দোয়া করবে এবং মাযারওয়ালার রূহকে **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে নিজের ওসীলা করবে। পুনরায় আগের মতো সালাম করে ফিরে আসবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা) দরূদে গাউছিয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ
وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ط

(মাদানী পাঞ্জেসূরা, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

মাযার যিয়ারত করা সুন্নাত

(২) আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী-মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের মোবারক কবরগুলো যিয়ারত করতে যেতেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করতেন। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খন্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৭৪৫। তাফসীর দুররে মানসুর, ৪র্থ খন্ড, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

আউলিয়াদের মাযার থেকে উপকার লাভ হয়ে থাকে

(৩) ফকীহ্গণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى বলেন: আউলিয়ায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى এর মাযার সমূহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করা সম্পূর্ণ রূপে জায়েয। তা যিয়ারতকারীর জন্য অনেক উপকার বয়ে আনে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

কবরকে চুমু দেবে না

(৪) মাযার কিংবা কবর যিয়ারতের জন্য যাবার পথে অনর্থক কথাবার্তা বলবে না, কবরকে চুমু দিবে না, কবরে হাতও দিবে না। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫২২, ৫২৬ পৃষ্ঠা)** বরং কবর থেকে সামান্য দূরত্বে দাঁড়িয়ে যাবে।

শহীদদের মাযারে গিয়ে সালাম জানানোর পদ্ধতি

(৫) শহীদগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর পবিত্র মাযারগুলো যিয়ারত করার সময় এভাবে সালাম পেশ করবে:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ **অনুবাদ:** আপনাদের ধৈর্য্যের বিনিময় স্বরূপ আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আখিরাত কতই না উত্তম আবাস। **(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা)**

মাযারে চাদর দেওয়া

(৬) বুযুর্গানে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কিরাম এবং নেককারদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن পবিত্র মাযারগুলোতে গিলাফ (অর্থাৎ চাদর) দেওয়া জায়েয। যখন উদ্দেশ্য এটাই হবে যে, সাধারণ লোকদের কাছে যেন মাযারওয়ালার (বুযুর্গের) সম্মান, মর্যাদা ও মহত্ব সৃষ্টি হয়। তারা যেন তাঁদের আদব রক্ষা করে। তাঁদের কাছ থেকে বরকত অর্জন করে। **(রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

মাযারের উপর গম্বুজ তৈরী করা

(৭) কবরকে পাকা না করা উত্তম। সাধারণ মুসলমানের কবরের চারিদিকে বিশুদ্ধ নিয়্যত ছাড়া দালান তৈরি করার শরীয়াতে অনুমতি নেই। কেননা, তা হলো সম্পদ নষ্ট করা। অবশ্য আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর মাযারের চারিদিকে ভাল ভাল নিয়্যতে দালান ও গম্বুজ ইত্যাদি নির্মাণ করা জায়েয। ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ৪১৮ পৃষ্ঠায় 'কাশফুল গিতা'র মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: 'মাতালিবুল মু'মিনীন' কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে; আগের যুগের বুযুর্গরা প্রসিদ্ধ ওলামা ও মাশায়েখদের কবরে দালান ইত্যাদি নির্মাণ করাকে মুবাহ (জায়েয) বলেছেন। যাতে লোকেরা যিয়ারত করতে পারে এবং সেখানে বসে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি তা সৌন্দর্য্য ও সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্যে নির্মান করা হয়, তবে তা হারাম। আগের যুগে মদীনা মুনাওয়ারায় সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কবরগুলোতে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিলো। প্রকাশ্য দিক হলো এটাই যে, জায়েয মনে করার কারণেই সে যুগে এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিলো। আর **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজায়ে আকদাস শরীফের উপরেও এক সুউচ্চ গম্বুজ (সবুজ গম্বুজ শরীফ) বিদ্যমান রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

মাযারে আলোকসজ্জা করা

(৮) যদি বাতি জ্বালানোতে উপকার হয়, যেমন কবরস্থানের পাশেই মসজিদ, অথবা কবর যদি রাস্তার পাশে হয়, কিংবা সেখানে যদি কোন মানুষ বসে থাকে, নতুবা মাযারটি উলেখযোগ্য কোন ওলীর, মুহাক্কিক আলিমের হয়, তাহলে সেখানে বাতি প্রজ্বলিত করবে তাঁদের পবিত্র রূহগুলোর সম্মানের জন্য। যারা মাটির উপর তাঁদের শরীর মোবারকের এমনি আলো বিচ্ছুরণ করছেন যেমনটি সূর্য জমিনের উপর। যাতে এই আলোকসজ্জা অর্থাৎ লাইটিং এর মাধ্যমে লোকেরা জানতে পারে যে, এটা ওলীর মাযার শরীফ, যাতে তারা এর মাধ্যমে বরকত লাভ করতে পারে, আর সেখানে **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট দোয়াও করতে পারে, তাদের দোয়াও কবুল হয়। সুতরাং এ কাজটি অবশ্য জায়েয। মূলতঃ এ কাজে কোনই নিষেধাজ্ঞা নেই। আর আমল নির্ভর করে তার নিয়্যতের উপর।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা। আল হাদীকাতুন নদীয়া, ২য় খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা)

কবরের তাওয়াফ করা

(৯) সম্মানের নিয়্যতে কবরের তাওয়াফ করা হারাম।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৫০ পৃষ্ঠা)

কবরকে সিজদা করা

(১০) কবরকে তাজিমী (অর্থাৎ সম্মান পূর্বক) সিজদা করা হারাম। আর যদি ইবাদতের নিয়্যতে করে, তাহলে কুফরী।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১৪) কবরে কুরআন তিলাওয়াতকারী এক যুবক

আবুন নদ্বর নিশাপুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (যিনি একজন পরহেজগার কবর খননকারী ছিলেন) বলেন: আমি একটি কবর খনন করলাম। কিন্তু সেখানে অন্য একটি কবরের দিকে একটি রাস্তা প্রকাশিত হলো। তখন আমি দেখলাম: উত্তম পোশাক পরিহিত, উন্নত সুবাসিত গন্ধমাখা এক সুদর্শন ও আকর্ষণীয় যুবক কবরে হাঁটু গেড়ে বসে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছেন। যুবকটি আমার দিকে দেখে বললেন: কিয়ামত কি এসে গেছে? আমি বললাম: না। তিনি বললেন: তুমি যেখান থেকে মাটি সরিয়েছ, সেখানেই ভরাট করে দাও। এতে আমি মাটিগুলো সেখানে ভরাট করে দিলাম। **(শরহুস সুদূর, ১৯২ পৃষ্ঠা)** **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবী, ওলী এবং বিশেষ নেক বান্দাদের শরীরকে কবরেও অক্ষত অবস্থায় রাখেন এবং খুব পুরস্কার ও সম্মান দ্বারা পরিপূর্ণ করে রাখেন। এসব হযরতগণ আপন আপন মাযারগুলোতেও ইবাদতের স্বাদ গ্রহণ করেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁর প্রিয় বান্দাদের মাযারগুলোকে সুগন্ধিতে খুবই সুবাসিত করে রাখেন। লোকদের উৎসাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কখনও কখনও সাধারণ মানুষের সামনে তা প্রকাশও করে থাকেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গলশূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

দুনিয়া ও আখিরাত মেঁ জব মে রহোঁ সালামত,
পেয়ারে পড়োঁ না কিঁউ কর তুম পর সালাম হার দম। (যওক নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) সুগন্ধিময় কবর

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা মুগীরা বিন হাবীব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণনা করেন; একটি কবর থেকে সুগন্ধ আসতো। কেউ সেই কবরবাসীকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: আপনার কবরে এই সুগন্ধ কিসের? জবাব দিলেন: কুরআন তিলাওয়াত ও রোযার।

(কিতাবুত তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল, ১ম খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, সংখ্যা: ২৮৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, কুরআন শরীফের তিলাওয়াত, রোযা এবং ইবাদতে অসংখ্য বরকত রয়েছে। আর **আল্লাহ্ তায়ালা** আপন রহমতে তাঁর ইবাদতগুজার বান্দাদের কবরগুলোকে সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত করে দেন।

কিয়া মেহেকতে হেঁ মেহেকনে ওয়ালে,
বু পে চলতে হেঁ ভটক্‌নে ওয়ালে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

(১৬) এক চোখ বিশিষ্ট মৃত ব্যক্তি

এক বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: আমার এক প্রতিবেশী ভ্রান্ত মতবাদের কথাবার্তা বলতো। মৃত্যুর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম যে, সে অন্ধ। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: এ কী অবস্থা তোমার? জবাবে সে বললো: আমি সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان পবিত্র শানে ‘দোষ’ বের করতাম। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে ত্রুটিযুক্ত করে দিয়েছেন! এ কথা বলে সে তার বিদীর্ণ করে দেয়া চোখটিতে হাত রাখলো। (শরহুস সুদূর, ২৮০ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেক সাহাবী নিশ্চিত জান্নাতী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো, সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان পবিত্র শানে কোন দোষ-ত্রুটি বের করা অনেক বড় ভয়ানক বিষয়। অনুসরণীয় এসব হযরাতের ব্যাপারে মুখ তো মুখই, মনের মধ্যেও কোন খারাপ ধারণা না আনা চাই। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” এর প্রথম খন্ডের ২৫২ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان হলেন, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, মুত্তাকী ও ন্যায় পরায়ন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

যখন তাদের আলোচনা করা হয়, তখন উত্তমভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। তাছাড়া ২৫৪ পৃষ্ঠায় তিনি আরও বলেন: (মর্যাদায়) সকল সাহাবায়ে কিরাম উচ্চ মর্যাদার অধিকারী (আর তাঁদের মধ্যে নিঁচু কেউ নেই) সকল সাহাবায়ে কিরাম জান্নাতী। তাঁরা জাহান্নামের প্রবেশ তো দূরের কথা, জাহান্নামের একটি ছোট আওয়াজও শুনবেন না এবং সর্বদা তাঁদের মনের ইচ্ছানুসারে অবস্থান করবে। কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা তাঁদের দুশ্চিন্তায় ফেলবে না। ফেরেশতারা তাঁদের সু-স্বাগতম জানাবে: এটা হলো সেই দিন যে দিন সম্পর্কে আপনাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ছিলো। এসব কিছু পবিত্র কুরআনেরই বাণী। সাহাবা ও আহলে বাইতের আশিক, সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

আহলে সুন্নাত কা হে বেড়া পার আসহাবে হুযুর,
নজম[১] হেঁ অওর নাও[২] হে ইতরত[৩] রাসূলুলাহ্ কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৭) রহস্যময় কূপের বন্দী

শায়বান বিন হাসান এর বর্ণনা হলো: আমার আব্বাজান এবং আবদুল ওয়াহাব বিন যায়েদ একটি যুদ্ধে গমন করলেন।

---

[১] তারকা, নক্ষত্র। [২] নৌকা, তরী। [৩] বংশধর, আহলে বাইত।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

তাঁরা একটি রহস্যময় কূপ দেখতে পেলেন, যেখান থেকে বিভিন্ন আওয়াজ আসছিলো! ভিতরে উঁকি মেরে দেখতে পেলেন, একটি মানুষ আসনে বসা। তার নিচে পানি রয়েছে। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি জ্বিন না মানুষ? জবাব দিলো: মানুষ। জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কোন্ স্থানের বাসীন্দা? বললো: আনতাকিয়ার। আমার কাহিনী হলো: আমার **প্রতিপালক (আল্লাহ্ তায়ালা)** আমাকে মৃত্যু দিয়ে দিয়েছেন। আর কর্জ পরিশোধ না করার কারণে এখন আমাকে এই কূপে বন্দী করে রেখেছেন। আনতাকিয়ার কিছু লোক আমাকে খুব ভালভাবে স্মরণ করে, তবে কেউ আমার কর্জগুলো পরিশোধ করে দেয় না। অতঃপর আমার আব্বাজান ও তাঁর সফরসঙ্গী উভয়ে আনতাকিয়া গেলেন এবং খোঁজ-খবর নিয়ে সেই আনতাকিয়ার রহস্যময় কূপ-বন্ধীর কর্জগুলো পরিশোধ করে দেন। এরপর পুনরায় তাঁরা পূর্বের স্থানে চলে আসেন। এসেই দেখেন এখন সেখানে কূপটিও নেই, লোকটিও নেই। তাঁরা উভয়ে যখন রহস্যময় কূপের সেই জায়গাটিতে রাতে ঘুমালেন, সেই লোকটি স্বপ্নে দেখা দিলো। সে বললো: "جَزَاكُمَا اللّٰهُ عَنِّیْ خَیْرًا অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাদের উভয়কে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।" আমার ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর আমার প্রিয় প্রতিপালক **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে জান্নাতের অমুক অংশে প্রবেশ করিয়েছেন। (শরহুস সুদূর, ২৬৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

ঋণগ্রস্থ শহীদও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, ‘ঋণ’ অনেক বড় এক বোঝা। যেসব লোক ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করে বর্ণিত ঘটনা থেকে তাদের ভয় করা উচিত। ঋণদাতাকে নিজের কাছে ঘুরাঘুরি না করিয়ে বরং তার কাছে নিজে গিয়ে কৃতজ্ঞতার সাথে তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া উচিত। এমন যেন না হয় যে, মিথ্যা বাহানা দিয়ে ‘আজ না কাল’ করতে করতে মৃত্যু এসে যায় এবং কবরে গিয়ে প্রাণে ফেঁসে যায়। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ঐ সত্ত্বার শপথ! যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! যদি কোন ব্যক্তিকে **আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তায় হত্যা করা হয়, পুনরায় সে জীবিত হয়, আবার **আল্লাহ্**র রাস্তায় হত্যা করা হয়, পুনরায় সে জীবিত হয়, আর তার দায়িত্বে যদি ঋণ থাকে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া না হয়।” (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৮ম খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৫৫৬) কোন ঋণগ্রস্থ মুসলমান যদি মারা যায়, তখন আপনজনদের উচিত তাড়াতাড়ি তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া। যাতে মৃতের কবরে প্রশান্তি লাভ হয়। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “নিঃসন্দেহে তোমাদের বন্ধুকে ঋণের কারণে বেহেশতের দরজায় বাধা দেয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

তোমরা যদি চাও, তার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে দাও। আর যদি চাও, তাকে (অর্থাৎ মৃত ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে) শাস্তির জন্য সোপর্দ করো।" (আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৬০/৬১)

জানাযার নামাযের পূর্বে ঘোষণা করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কতই না ভালো হতো যে, জানাযার নামায আদায়ের পূর্বে যদি ইমাম সাহেব বা কোন ইসলামী ভাই এভাবে ঘোষণা করে দিতো: মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনেরা! আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই মৃত ব্যক্তি যদি জীবনে কখনও আপনাদের মনে কষ্ট দিয়ে থাকে অথবা আপনাদের কোন হক নষ্ট করে থাকে, তাহলে আপনারা তাঁকে ক্ষমা করে দিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা মৃত ব্যক্তির জন্য মঙ্গল হবে, আপনারাও সাওয়াবের অধিকারী হবেন। আপনারা যদি এই মৃত ব্যক্তি থেকে কোন ঋণ পেয়ে থাকেন, আর তা যদি ক্ষমা করে দেন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনাদেরও আখিরাতের তরী পার হয়ে যাবে। এরপর ইমাম সাহেব নিয়্যত ও জানাযার নামাযের পদ্ধতি বলে দিবেন।

ওয়াক্ত পর করজা আদা কর দো পিহ্‌রো মত কওল চে,
ঝুট মত বোলো বাঁচো বে কার টালম টোল চে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

(১৮) কবরে চোখ খুলে দিলো

হযরত সায়্যিদুনা আবু আলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি এক ফকীরকে (অর্থাৎ **আল্লাহ্**র এক নেক বান্দাকে) কবরে রাখলাম। যখন কাফন খুলে দিয়ে তাঁর মাথাটি মাটিতে শুইয়ে দিলাম, যেন **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁর অসহায়ত্বের উপর দয়া করেন, তখন ফকীর তাঁর চোখ দু'টি খুললেন। আর আমাকে বললেন: হে আবু আলী! তুমি কি আমাকে সেই দয়াময় প্রতিপালকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করছো, যিনি আমাকে বিশেষ দয়া করে থাকেন! আমি আরয করলাম: হে আমার সরদার! মৃত্যুর পরেও কি আবার জীবন আছে? তিনি বললেন: بَلْ اَنَا حَيٌّ وَّ كُلُّ مُحِبِّ اللهِ حَيٌّ لَاَنْصُرَنَّكَ بِجَاهِى غَدًا অর্থাৎ আমি জীবিত। আর **আল্লাহ্**র সকল প্রিয় বান্দাগণও জীবিত। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন আমার যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ হবে, তা দিয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করবো। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ্র ওলীগণ ওফাতের পরও জীবিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, আউলিয়ায়ে কিরাম ও শোহাদায়ে ইজামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى নিজেদের কবরগুলোতে জীবিত এবং সবকিছু দেখতে থাকেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

(জীবন ও মৃত্যু) উভয় অবস্থাতেই **আল্লাহ্**র ওলীদের মূলতঃ কোন ধরণের পার্থক্য নেই। এ কারণেই বলা হয়েছে, তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন না। বরং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংকলিত, ৯ম খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা। মিরকাতুল মাফাতীহ্, ৩য় খন্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৬৬)**

কওন কেহতা হে ওলী কো, মর গেয়ে, কায়দ চে ছুটে উহ আপনে ঘর গেয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৯) যখন মহিষের পা মাটিতে ধ্বসে গেলো ....

কবরস্থানের শুকনা ঘাস কেটে নিয়ে যাওয়া জায়েয। কিন্তু কবরস্থানে জন্তু চলাচল করা বা চরানোর ব্যাপারে শরীয়াত অনুমতি দেয় না। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই ফকীর (অর্থাৎ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) তার পীরভাই হযরত সায়্যিদি আবুল হাসান নূরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে শুনেছি যে; তিনি বলেন: আমাদের দেশে "পবিত্র মারহারা" (ভারত) এর পার্শ্ববর্তী এক বনে শহীদদের কবর রয়েছে (যাতে অসংখ্য শহীদ সমাহিত আছেন)। এই সব কবরের উপর দিয়ে কোন ব্যক্তি তার মহিষ নিয়ে যাচ্ছিলো। একটি স্থানে মাটি নরম ছিলো, হঠাৎ মহিষটির পাগুলো (মাটিতে) ধ্বসে যেতে লাগলো। জানা গেলো, এখানে কবর রয়েছে। কবর থেকে আওয়াজ আসলো: "হে লোক! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছো। তোমার মহিষের পা আমার বুকে এসে পড়েছে।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংকলিত, ৯ম খন্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, শোহাদায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی জীবিত এবং কবরগুলোতে তাঁদের শরীর অক্ষত থাকে।

শহীদোঁ কো মিলি হক চে হায়াতে জাবেদানী হে,
খোদা কি রহমতেঁ, জান্নাত মেঁ উন কি মেহমানি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২০) কবরের উপর যারা বসে তাদের জন্য সতর্কতা

উমারা বিন হাযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে একটি কবরে বসা অবস্থায় দেখে ইরশাদ করলেন: "হে কবরে বসা ব্যক্তি! কবর থেকে উঠে এসো। না তুমি কবরবাসীকে কষ্ট দিবে, না সে তোমাকে।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা) এই মাদানী ঘটনা থেকে ঐসব লোকেরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করে, যারা জানাযার খাট নিয়ে কবরস্থানে যায় আর দাফন করার সময় **আল্লাহ্**র পানাহ! নিঃসংঙ্কোচে কবরের উপর বসে পড়ে।

(২১) কবরের উপর পা রাখার সাথে সাথে আওয়াজ আসলো

হযরত সায়্যিদুনা কাসেম বিন মুখাইমার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: কোন ব্যক্তি একটি কবরের উপর পা রাখলো। সাথে সাথে কবর থেকে আওয়াজ আসলো:

www.dawateislami.net

اِلَيْكَ عَنِّيْ وَ لَا تُؤْذِنِيْ তোমার দিকে ফিরে যাও (অর্থাৎ হে লোক! আমার কাছ থেকে দূর হও), আমাকে কষ্ট দিও না।

(প্রাগুক্ত, ৪৫২ পৃষ্ঠা। শরহুস সুদূর, ৩০১ পৃষ্ঠা)

(২২) কবরের উপর শায়িত ব্যক্তিকে কবরবাসী বললেন..

হযরত সায়্যিদুনা আবু কিলাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি 'সিরিয়া' রাজ্য থেকে বসরার দিকে আসছিলাম। রাতে একটি গুহায় (অর্থাৎ গর্তে) নামলাম। ওযু করলাম এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলাম। অতঃপর একটি কবরে মাথা রেখে শুয়ে গেলাম। যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, তখন হঠাৎ শুনতে পেলাম যে, কবরবাসী আমায় অভিযোগ করছেন আর বলছেন: لَقَدْ اٰذَيْتَنِيْ مُنْذُ اللَّيْلَةِ অর্থাৎ তুমি সারা রাত আমাকে কষ্ট দিয়েছ। (কবরবাসীটি আরও বললেন:) আমরা সব জানি। অথচ তোমরা তা বুঝতে পারো না। আমরা আমল করতে পারি না; তুমি যে দুই রাকাত নামায পড়েছ। তা পৃথিবী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব কিছু থেকে উত্তম। তিনি আরও বললেন: দুনিয়াবাসীদেরকে **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। যখন তারা আমাদের জন্য ইছালে সাওয়াব করে, তখন সে সাওয়াব নূরের পাহাড়ের ন্যায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যায়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা। শরহুস সুদূর, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(২৩) উঠো! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছো!

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মীনা তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি কবরস্থানে গেলাম। দুই রাকাত নামায আদায় করে একটি কবরের উপর শুয়ে রইলাম। **আল্লাহ্**র শপথ! আমি জাগ্রত অবস্থায় শুনলাম কবরবাসী আমাকে বলছে: قُمْ فَقَدْ اٰذَيْتَنِى অর্থাৎ উঠে যাও, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছো। (দালায়িলুন নুবুয়ত লিল বায়হাকী, ৭ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

কবরের উপর পা রাখা হারাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ২১, ২২ ও ২৩ নাম্বার ঘটনা থেকে জানা গেলো, কবরে পা রাখা কিংবা শোয়া কবরবাসীর জন্য কষ্টদায়ক হয়ে থাকে এবং শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। সুতরাং কোন মুসলমানের কবরের উপর পা রাখবেন না। কোন কবর পা দ্বারা পদদলিত করবেন না। কোন কবরে বসবেন না, টেক লাগাবেন না। কেননা, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এগুলো থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। **দুইটি ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: **(১)** "আমার নিকট আগুনের স্ফুলিঙ্গের উপর বা তলোয়ারের উপর দিয়ে চলা অথবা আমার পা জুতোর মধ্যে সেলাই করে দেওয়াটা এটা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় যে, আমি কোন মুসলমানের কবরের উপর চলাচল করবো।" (সুনানে ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৬৮)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(২) "কোন মানুষের পক্ষে কবরের উপর বসার চেয়ে অধিক উত্তম যে, তাকে আগুনের স্ফুলিঙ্গের উপর বসিয়ে রাখা হবে আর আগুন তার কাপড় জ্বালিয়ে দেয়ার পর তার গায়ের চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।"

(সহীহ মুসলিম, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৯৭১)

কবর নিশ্চিহ্ন করে তার উপর তৈরীকৃত রাস্তা দিয়ে চলা হারাম

কবরস্থানে সাধারণ পথ দিয়ে যাবেন। নতুন তৈরি করা রাস্তা দিয়ে যাবেন না। 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবে বর্ণিত রয়েছেঃ (কবরস্থানে কবর নিশ্চিহ্ন করে) যে নতুন রাস্তা বের করা হয়েছে, সে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা হারাম। **(রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা)** বরং যদি ধারণা হয় যে, এটি নতুন রাস্তা, তাহলেও সে রাস্তা দিয়ে হাঁটা নাজায়েয ও গুনাহ।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

মাজারের আশপাশের কবরগুলো নিশ্চিহ্ন করে তার উপর তৈরি করা মেঝে হাঁটাচলা করা হারাম

অনেক **আল্লাহ্**র ওলীর মাযারে দেখা গেছে, যিয়ারতে আগত লোকদের সুবিধার জন্য মুসলমানদের অসংখ্য কবর নিশ্চিহ্ন করে বসার স্থান বানিয়ে দেওয়া হয়। এই সব স্থানে শয়ন করা, চলাফেরা করা, দাঁড়ানো, যিকির করা, তিলাওয়াতের জন্য বসা ইত্যাদি সব কাজই হারাম, বরং দূর থেকেই ফাতিহা পড়ে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

কবরের পাশে নোংরা কিছু করা

কবরের উপর বসবাসের জন্য ঘর তৈরি করা অথবা কবরের উপর বসা, শয়ন করা, প্রস্রাব-পায়খানা করা ইত্যাদি সকল প্রকারের কাজ করা কঠোরভাবে মাকরূহ, হারামের কাছাকাছি। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংকলিত, ৯ম খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা) **সায়্যিদে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মৃত ব্যক্তি কবরেও ঐসব বিষয়ে কষ্ট পায়, যেসব বিষয়ে ঘরে সে কষ্ট পেতো।"

(আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৭৪৯, দারুল ফিকির বৈরুত)

মৃতকে দাফন করার জন্য কবরে পা রাখতে হলে তখন?

কবরস্থানে কবর খননের জন্য কিংবা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার জন্য যেতে চাচ্ছেন, মাঝখানে কবর যদি প্রতিবন্ধক হয়, এরূপ পরিস্থিতিতে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে যতটুকু সম্ভব নিজেকে সামলিয়ে করে এবং খালি পায়ে যাবেন। ঐ কবরবাসীদের জন্য দোয়া-ইস্তিগফার (মাগফিরাতের দোয়া) করবেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা) এমন জায়গায় কেবল তারাই যাবে, যাদের উপর দাফন করার দায়িত্ব রয়েছে। বাড়তি একজন লোকও যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ- যদি বুঝতে পারে যে, তিনজনই যথেষ্ঠ, তাহলে চতুর্থ কোন ব্যক্তি সেখানে যাবে না। যদিও সেই তিন জন বাধ্য হয়ে কবরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন মাটি দেয়ার পর আযান ও ফাতিহা ইত্যাদির জন্য আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

তাড়াতাড়ি চলে আসবে এবং নিশ্চিতভাবে যে জায়গায় পায়ের নিচে কবর নেই বলে জানা আছে, এমন জায়গায় এসে আযান দিবে ও ফাতিহার ব্যবস্থা করবে।

কবরস্থানে পিঁপড়াকে মিষ্টিদ্রব্য দেওয়া

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"মলফুজাতে আ'লা হযরত"** এর ৩৪৮ ও ৩৪৯ পৃষ্ঠা থেকে এক জ্ঞানময় 'প্রশ্নোত্তর' লক্ষ্য করুন; **প্রশ্ন:** মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় তার সাথে সাথে পিঁপড়াদের খাওয়ানোর জন্য মিষ্টিদ্রব্য (চিনি) নিয়ে যাওয়া কেমন? **উত্তর:** সাথে করে রুটি নিয়ে যাওয়াকে ওলামায়ে কিরামগণ যেমনি নিষেধ করেছেন তেমনি মিষ্টিদ্রব্য ও আটা (মিষ্টি বা চিনি ইত্যাদি) পিঁপড়াদের উদ্দেশ্যে এই নিয়্যতে ঢেলে দেওয়া যে, এরা মৃত ব্যক্তিকে যেন কোন কষ্ট না দেয়, এটি নিছক মূর্খতা। আর যদি এরূপ নিয়্যত নাও থাকে, তবে তার পরিবর্তে (পিঁপড়াতে চিনি ঢেলে দেওয়ার পরিবর্তে) নেককার গরীব বা মিসকীনদের বণ্টন করে দেওয়াই উত্তম। তারপর বললেন: বাড়িতে যতটুকু সম্ভব দান খয়রাত করবে। কবরস্থানে বেশির ভাগই লক্ষ্য করা গেছে যে, ফল-ফলাদি ইত্যাদি বণ্টন করার সময় বাচ্চা ও মহিলারা হৈ-চৈ করে থাকে আর মুসলমানদের কবরগুলোতে দৌঁড়া দৌঁড়ি করে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

কবরে পানি ছিঁটানো

শবে বরাত কিংবা যে কোন বিশেষ দিনে উপস্থিতির সময় কিছু লোক শরীয়াত সম্মত কোন সঠিক উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবল রীতিনীতি পালনার্থে তাদের আপনজনের কবরে পানি ছিঁটিয়ে থাকে, এটি অপচয় ও নাজায়েয। আর যদি এ কথা মনে করে যে, এর দ্বারা মৃতের কবরে প্রশান্তি আসবে, তবে অপচয়ের সাথে সাথে নিছক মূর্খতাও। হ্যাঁ! মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর পানি ছিঁটানোতে কোন অসুবিধা নেই। বরং উত্তম। অনুরূপভাবে কবরে কোন চারাগাছ ইত্যাদি রয়েছে, এইজন্য পানি দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এটি স্মরণে রাখবেন! পানি দেবার জন্য যদি কবরকে পদদলিত করে যেতে হয়, তাহলে গুনাহগার হবে। এমনকি এমতাবস্থায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্য কাউকে দিয়েও পানি ঢালাবে না।

পুরাতন কবরস্থানে ঘর নির্মাণ করা কেমন?

কবরস্থান ওয়াকফের জায়গা। আর এই ওয়াকফের জায়গায় নিজের (বসবাসের) জন্য ঘর নির্মাণ করা হলো; ওয়াকফকে অনুচিত কাজে ব্যবহার করা এবং (এই ওয়াকফের জায়গায়) অনুচিত খরচ করা হারাম। তাছাড়া এই জায়গা বা প্লটটিতে যদি কবর থাকে, যদিও তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে, তাহলে এ কাজটি কয়েকটি হারামের সমন্বয়। উদাহরণ স্বরূপ- দেখা না যাওয়া কবরের উপর পা রাখা হবে, চলাফেরা করা হবে, বসা হবে,

www.dawateislami.net

প্রস্রাব-পায়খানা করা হবে, আর এসব কিছু হারামই। এতে মুসলমানদের বিভিন্ন ধরণের কষ্ট হয়। আবার মুসলমানও কে? মৃত ব্যক্তি! যারা কোন অভিযোগ করতে পারেন না। দুনিয়াতে যারা কোন প্রতিশোধ নিতে পারে না। শরয়ী কোন কারণ ছাড়া মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া মূলতঃ **আল্লাহ্** ও **আল্লাহ্র রাসূল**কেই কষ্ট দেওয়া। **আল্লাহ্-আল্লাহ্র রাসূল**কে কষ্টদাতা ব্যক্তি জাহান্নামেরই হকদার। অনুরূপভাবে কেউ যদি কবরস্থানের পাশে বাড়ি তৈরি করে, পায়খানা তৈরি করে, ধোপার ব্যবহৃত নোংরা পানি কবরের উপর প্রবাহিত করে, এসব কাজও কঠোরভাবে হারাম। আর যে ব্যক্তির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এগুলো থেকে নিষেধ না করে সেও হারামে লিপ্ত। ভাড়ার লোভে এসব কাজকে বৈধ রাখা মানে সস্তা দামে দোযখ কিনে নেওয়া। এ কাজ তাকে দিয়েই হতে পারে, যার হৃদয়ে না আছে ইসলামের সম্মান, না আছে মুসলমানদের মর্যাদাবোধ, না **আল্লাহ্র** ভয়, না আছে মৃত্যুর ভয়। (**আল্লাহ্র** পানাহ!) **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা)**

পুরাতন কোন কবরে হাঁড় দেখা গেলে তখন ...

বৃষ্টি অথবা কোন কারণে যদি কবর খুলে যায়, মৃতের হাঁড় ইত্যাদি দেখা যায়, তখন মাটি চাপা দিয়ে সেই কবরটি বন্ধ করে দেওয়া আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে 'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া' শরীফের প্রশ্নোত্তরটি লক্ষ্য করুন;

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এ মাসয়ালার ব্যাপারে কি মতামত ব্যক্ত করেন যে, যদি কোন পুরাতন কবর কোন কারণে খুলে যায়, অর্থাৎ তার মাটি সরে যায় এবং মৃতের হাঁড় ইত্যাদি প্রকাশ পায়, এমতাবস্থায় কবরে মাটি চাপা দেওয়া জায়েয আছে কি না? **উত্তর:** এমতাবস্থায় কবরটিতে মাটি চাপা দেওয়া কেবল জায়েযই নয় বরং ওয়াজীব। কারণ, একজন মুসলমানের বিষয় গোপন রাখা আবশ্যক। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)**

স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে কবর খোলার মাসয়ালা

অনেক সময় মৃত ব্যক্তি স্বপ্নে এসে বলে: আমি জীবিত! আমাকে বের করে নাও! অথবা বলে: আমার কবর পানিতে ভরে গেছে। এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে! আমার লাশ অন্যত্র সরিয়ে **(Transfer)** নাও ইত্যাদি! যদিও এ ধরণের স্বপ্ন বার বার দেখতে থাকে, স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে কবর খোলা বা কবর উম্মুক্ত করা জায়েয নেই। মোটকথা কেউ স্বপ্ন দেখার ভিত্তিতে কিংবা শরীয়াতের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও কবর খুলল, মৃতের মরদেহ কাফনসহ অক্ষত পেল। সুগন্ধি আসতে থাকে এবং অন্যান্য অনেক ভাল ভাল নিদর্শন দেখতে পায়, তবুও শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া সেই কবর উম্মুক্তকারী ব্যক্তি গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। এই বিষয়ে ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার প্রশ্নোত্তরটি লক্ষ্য করুন। **প্রশ্ন:** এই ব্যাপারে কি বলবেন যে, কোন মহিলা গর্ভের সময় পরিপূর্ণ হওয়ার পর মারা গেছে। যথারীতি তাকে দাফন করা হলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গলশূণ্য হয়ে থাকে।” **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

একজন নেককার লোক স্বপ্নে দেখল যে, সে মেয়েটি থেকে একটি জীবিত সন্তান জন্মলাভ করেছে। এখন সেই নেককার লোকটির স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে কবর খুঁড়ে সেই সন্তানটি মহিলাটির সাথে বের করা জায়েয আছে কি না? **উত্তর:** জায়েয নেই, কোন প্রকাশ্য প্রমাণ ছাড়া। পর্দা সংরক্ষিত আর স্বপ্ন বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। ‘সিরাজিয়া’ ও ‘হিন্দিয়া’ তে উল্লেখ রয়েছে: কোন মহিলা সাত মাসের গর্ভবতী। বাচ্চা তার পেটে নড়াচড়া করছিল। সে মরে গেলো। তাকে দাফন করে দেওয়া হলো। অতঃপর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলো; সে বলছে: আমার সন্তান হয়েছে। এমতাবস্থায় কবর খোঁড়া যাবে না। واللہ تعالٰی اَعلم, **আল্লাহ্**ই ভাল জানেন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪০৫,৪০৬ পৃষ্ঠা)**

মলফুজাতে আ’লা হযরতের ৫০১ থেকে ৫০৩ পৃষ্ঠায় ‘কবর উন্মুক্তকরণ’ সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় প্রশ্নোত্তর লক্ষ্য করুন। **প্রশ্ন:** একটি কবর কাঁচা (অর্থাৎ পাকা নয়)। প্রত্যেকবার বৃষ্টি ইত্যাদির পানিতে কবরটি পূর্ণ হয়ে যায়। কবরটিতে কি পাকা ঢাকনার (অর্থাৎ ছিদ্র বন্ধ করার জিনিস) ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে? **উত্তর:** কবরে ঢাকনা দেওয়াতে কোন অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, তবে খোলা যাবে না। মৃতকে দাফন করে যখন মাটি দেওয়া হয়ে যায়, তখন সে **আল্লাহ্**র আমানত হয়ে যায়। সেটি উন্মুক্ত করা জায়েয নেই। (কারণ, কবরে) মৃত ব্যক্তি দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয় সে আযাবে থাকবে, না হয় নেয়ামত ভোগ করবে।

www.dawateislami.net

যদি আযাব প্রাপ্ত অবস্থায় থাকে, তাহলে দৃষ্টিদানকারী এমন কিছু দেখবে, যা তাকে (দৃষ্টিদানকারীকে) মর্মাহত ও ব্যথিত করবে। অথচ তার করার কিছুই থাকবে না। আর যদি নেয়ামত ভোগ করা অবস্থায় থাকে, তাহলে মৃতেরই (তার এই অবস্থা কেউ দেখুক তার) ভাল লাগবে না।

কবরের উপর বাচ্চারা খেলাধূলা করে

মলফুজাতে আ'লা হযরতের লেখক, আ'লা হযরতের শাহজাদা, তাজেদারে আহলে সুন্নাত, হুযুর মুফতীয়ে আযম হিন্দ হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আ'লা হযরতের উত্তর প্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখেন: অধমের কথা হলো; দৃশ্যটি যদি **আল্লাহ্**র পানাহ! প্রথমোক্ত দৃশ্য (অর্থাৎ আযাব ভোগ করা অবস্থায়) হয়ে থাকে, তাহলে অসন্তুষ্টি আরও বেশি হওয়া উচিত। আর অযথা কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হারাম, বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির কষ্ট। তাছাড়া হাদীস শরীফেও বর্ণিত রয়েছে: "কবরে ঠেক দিলেও মৃতের কষ্ট হয়।" অতএব **আল্লাহ্**র পানাহ! কেবল নিজের মনের সাধ মিটানোর জন্য, শরীয়াতসম্মত প্রয়োজন ছাড়া কবরে কোদাল চালানো এবং কবর খুঁড়ে ফেলা কী ধরণের কষ্টের কারণ হতে পারে? হায়! মুসলমানদের কবরস্থানের আজ যে করুণ দশা! এতে যতই কান্না করা হোক না কেন কম হবে। কবরের উপর বসে লোকেরা হুক্কা খায়, গল্প-গুজব করে, গালিগালাজ করে, হাসি ঠাট্টা করে, কেবল অমুসলিমরাই নয়,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সায়াদাতুদ দারাঈন)

স্বয়ং মুসলিমরাও এসব অশালীন অভদ্র কর্মকাণ্ডগুলো করে থাকে। বাচ্চারা কবরের উপর খেলাধূলা ও দৌড়াদৌড়ি করে! বরং গাধা সেখানে শয়ন করে পায়খানা করে, ছাগল বসে পায়খানা করে। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ হে মুসলমানেরা! **আল্লাহ্ তায়ালার** জন্য চোখ খোলো। একদিন তোমাদেরও এই দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। এসব মৃতদের জন্য কোন ব্যবস্থা যদি নাও করতে পার, অন্তত নিজের জন্য হলেও করো।

(২৪) কবর উম্মুক্তকারী অন্ধ হয়ে গেলো!

শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া কবর উম্মুক্ত করার ভয়ানক পরিণতি দুনিয়াতেও দেখা যায়। যেমনিভাবে মালফূজাতে আ'লা হযরত কিতাবের ৫০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; আল্লামা তাশ কুবরাজাদা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফটি দেখলেন যে, ‘ওলামায়ে কিরামের শরীরকে মাটি ভক্ষণ করে না, তাঁদের শরীর অক্ষত থাকে।’ শয়তান তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিলো যে, আমাদের ওস্তাদ অনেক বড় আলিম ছিলেন। তাঁর কবরটি খুলে দেখব যে, তাঁর শরীর কি অবস্থায় রয়েছে! কুমন্ত্রণাটি তাকে এমনভাবে প্রভাবিত করলো যে, এক রাতে গিয়ে তিনি কবর খুললেন। দেখলেন, কাফনেও মাটির দাগ নেই। যখন দেখে নিলেন, কবর হতে আওয়াজ আসলো: দেখে নিয়েছো তো! **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাকে অন্ধ করে দিক। তখনিই তার চোখ দু'টি অন্ধ হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

(২৫) কবর উম্মুক্তকারী জীবিত দাফন হয়ে গেলো

অনুরূপ ভাবে নাজায়েয পদ্ধতিতে কবর উম্মুক্তকারী অপর এক লোকের ভয়ানক পরিণতির আর একটি কাহিনী শুনুন। যেমনিভাবে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এক মহিলা মারা গেলো। তাকে দাফন করে দেওয়া হলো। স্বামী তাকে অত্যন্ত ভালবাসত। এই ভালবাসায় তাকে বাধ্য করলো যে, তার কবর খুলে দেখি, সে কি অবস্থায় রয়েছে। এক আলিমের কাছে সে তার এই ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলো। তিনি তাকে নিষেধ করলেন। সে মানল না। তাঁকে সাথে করে সে কবরস্থানে নিয়ে গেলো। আলিমটি প্রতিবারই নিষেধ করলেন। তা সত্ত্বেও সে কবর খুললো। আলিম সাহেব কবরের পাশে বসা ছিলেন। লোকটি নিচে নামল। দেখতে পেল, মহিলাটির পা দুইটি পেছন থেকে এনে তার ঝুঁটির সাথে বেধেঁ দেওয়া হয়েছে। সে তা খুলে দিতে চাইল। অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু খুলতে পারল না। **আল্লাহ্**র দেওয়া গিট কে খুলতে পারে? ঐ আলিম সাহেব নিষেধ করলেন, শুনল না। দ্বিতীয়বার পুনরায় জোর প্রয়োগ করলো। আলিম সাহেব এবারেও নিষেধ করলেন যে, দেখ, এতে কোন মঙ্গল রয়েছে, তাকে এভাবেই থাকতে দাও। সে বললো: আমি আরেক বার চেষ্টা করে দেখব। তারপর যা হয় দেখা যাবে। সে চেষ্টাই করে যাচ্ছিল। শেষ অবধি জমিন ধ্বসে গেলো। সেই (জীবিত) লোকটি এবং সেই (মৃত) মহিলাটি উভয়ে (একসাথে) জমিনে বিলীন হয়ে গেলো। **আল্লাহ্ তায়ালা**র পানাহ! (মালফুজাতে আ'লা হযরত, ৫০২, ৫০৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

না পয়দা হো জিদ অওর রহে হার ঘড়ি সর, মেরা হুকমে শরয়ী পে খম ইয়া ইলাহী!
তেরে কহর চে মে আমাঁ চাহতা হোঁ, তো দে আফিয়ত কর করম ইয়া ইলাহী!
বছর জিন্দেগী মেরী নেকী কি দাওয়াত, মে হো, নিকলে তাইবা মেঁ দম ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমানত স্বরূপ দাফন করার মাসয়ালা

অনেক লোক অন্য দেশে মারা যায়। তখন তাদেরকে সাময়িকভাবে আমানতস্বরূপ দাফন করা হয়ে থাকে। অতঃপর সুযোগ মত তাদেরকে সে কবর থেকে বের করে নিজ ঠিকানায় নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়। এটা সম্পূর্ণ নাজায়েয। এ ধরণের একটি প্রশ্নের জবাবে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এ পদ্ধতি হারাম। দাফন করার পর (কবর) উম্মুক্ত করা জায়েয নেই।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা)

বিনা অনুমতিতে অন্য কারো জায়গায় দাফন করা

কেউ যদি মৃত ব্যক্তিকে অন্য কারো জমি কিংবা পরিত্যক্ত জায়গাতে মালিকের অনুমতি না নিয়ে দাফন করে দেয়, সে ক্ষেত্রে মালিকের স্বাধীনতা রয়েছে, মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে বের করে দেয়া বা জমিকে সমতল করে সেখানে ক্ষেত-খামার অথবা বসতবাড়ি যা ইচ্ছা করা। যেমনিভাবে ফুকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: মাটি চাপা দেওয়ার পর মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে বের করা যাবে না,

www.dawateislami.net

হ্যাঁ! তবে কোন ব্যক্তির হকের কারণে! উদাহরণ স্বরূপ- যদি জমিটি আত্মসাৎ করা হয়েছে এমন হয়। সে ক্ষেত্রে মালিকের স্বাধীনতা রয়েছে, মৃত ব্যক্তিকে বের করে ফেলা অথবা কবরটিকে জমিতে পরিণত করার। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা) আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি প্রশ্নের জবাবে এভাবে পার্শ্বটিকা লিপিবদ্ধ করার পর জমির মালিককে নেকির দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেনঃ এই মৌলিকতা অবশ্য ফিকাহ্রই নির্দেশ (অর্থাৎ শরীয়াতে অনুমতি রয়েছে)। কিন্তু মুসলমান বলতেই সহজ-সরল ও উদার প্রকৃতিরই হয়। এরা অপর মুসলমানের উপর বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির উপর বেশি দয়াশীল হয়ে থাকে। **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করছেনঃ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** তারা পরস্পর দয়াশীল। (পারাঃ ২৬, সূরাঃ ফাতহ্, আয়াতঃ ২৯) যদি সে ক্ষমা করে দেয় (এবং অবৈধ ভাবে দাফন কৃত এই মৃত ব্যক্তিকে তার জায়গায় থাকতে দেয়), তাহলে **আল্লাহ্ তায়ালা**ও তার (জায়গার মালিকের) গুনাহগুলোও ক্ষমা করে দিবেন। اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** তোমরা কি এ কথা পছন্দ করো না যে, **আল্লাহ্** তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন? (পারাঃ ১৮, সূরাঃ নূর, আয়াতঃ ২২) সে যদি তার মৃত ভাইয়ের প্রতি দয়া করে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার প্রতি দয়া করবেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ (অর্থাৎ তুমি যেমনটি করবে, ঠিক তেমনটিই তোমার সাথে করা হবে।) সে যদি আপন মৃত ভাইয়ের গোপন রহস্য প্রকাশ না করে, তাহলে **আল্লাহ্ তায়ালা**ও তার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। مَنْ سَتَرَ سَتَرَهُ اللّٰهُ (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারো গোপনীয়তা রক্ষা করবে, **আল্লাহ্ তায়ালা**ও তার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।) সে যদি তার মৃত ভাইয়ের কবরকে সম্মান করে, তাহলে **আল্লাহ্ তায়ালা**ও তার জীবন-মরণে সম্মান দান করবেন। اللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** বান্দাদের সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা আপন ভাইকে সাহায্য করে।) وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ **আল্লাহ্ই** ভাল জানেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৩৭৯, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পদও দাফন হয়ে গেলো, তখন কী করবে?

কারো টাকা ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির সাথে যদি দাফন হয়ে যায়, তাহলে তা বের করার জন্য কবর উম্মুক্ত করা জায়েয। যেমনিভাবে ফুকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেন: মৃত মহিলাকে তার ওয়ারিশগণ স্বর্ণ অলংকার সহ দাফন করে দিলো, আর কিছু ওয়ারিশ সেখানে উপস্থিত ছিলো না, তাহলে সেই ওয়ারিশদের জন্য ঐ মহিলাটির কবর উম্মুক্ত করা জায়েয আছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

কারো কোন সম্পদ কবরে পড়ে গেলো, মাটি চাপা দেওয়ার পর স্মরণ হলো। তাহলে কবর উম্মুক্ত করে তা বের করতে পারবে। যদিও তা এক দিরহাম হয়। **(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)**

কবর যিয়ারত করার ১৪টি মাদানী ফুল

(১) মুসলমানদের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। আউলিয়া ও শহীদগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর মাযারে উপস্থিতি সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্য আর তাঁদের প্রতি ইছালে সাওয়াব করা খুবই পছন্দনীয় এবং সাওয়াবের কাজ। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা)**

কবরস্থানে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি

(২) এভাবে দাঁড়াবে যেন কেবলার দিকে পিঠ এবং কবরবাসীর দিকে মুখ হয়ে থাকে। এর পর তিরমিযী শরীফে বর্ণিত সালামটি পেশ করবেন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ
اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

অনুবাদ: হে কবরবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদের ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুক। তোমরা আমাদের পূর্বে চলে গেছ। আমরাও তোমাদের পরে আসছি।

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৫৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

শত-কোটি মৃত ব্যক্তি হতে মাগফিরাতের দোয়া পাওয়ার ওযীফা

(৩) যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে এই দোয়াটি পড়বে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَ الْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِيْ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا

وَهِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ اُدْخِلْ عَلَيْهَا رَوْحًا مِّنْ عِنْدِكَ وَ سَلَامًا مِّنِّيْ

অনুবাদ: "**হে আল্লাহ্!** হে এই গলে পচে যাওয়া শরীর ও হাঁড় সমূহের প্রতিপালক! যারা ঈমান সহকারে দুনিয়া ত্যাগ করেছে, তুমি তাদের উপর দয়া করো এবং তাদের উপর আমার সালাম পৌঁছেয়ে দাও।" তখন (হযরত সায়্যিদুনা) আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) থেকে আরম্ভ করে এই (দোয়াটি পড়ার সময়) পর্যন্ত যত মু'মিন মৃত্যু বরণ করেছেন সবাই তার জন্য (সালাম পাঠকারীর জন্য) মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে। **(শরহুস সুদূর, ২২৬ পৃষ্ঠা)**

(৪) যদি কবরের পাশে বসতে ইচ্ছা হয়, তাহলে কবরবাসীর সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রেখে আদবের সাথে বসবেন।

(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা)

কবর যিয়ারতের উত্তম সময়

(৫) কবর যিয়ারতের জন্য এই চারটি দিনই উত্তম দিন: সোম, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। **(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা)**

(৬) জুমার দিন ফজর নামাযের পর কবর যিয়ারত করা উত্তম।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

(৭) রাতের বেলা একা কবরস্থানে যাওয়া উচিত নয়। **(প্রাগুক্ত)**

(৮) বরকতময় রাতগুলোতে কবর যিয়ারত করা উত্তম, বিশেষ করে শবে বরাতে। **(ফতোওয়ায়ে আলামগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা)**

(৯) অনুরূপভাবে বরকতময় দিনগুলোতে কবর যিয়ারত করা উত্তম। যেমন- দুই ঈদের দিন (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা), মুহার্‌রমের ১০ তারিখ এবং জিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিন।

(প্রাগুক্ত)

কবরের উপর আগর বাতি জ্বালানো

(১০) কবরের উপরে আগর বাতি জ্বালাবেন না। এতে বেয়াদবী হয়। এটি মন্দ কাজ (এতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়)। হ্যাঁ! যদি (উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের) সুগন্ধি (দেবার) উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে কবরের পাশে খালি জায়গা থাকলে সেখানেই লাগাবেন। কারণ, সুগন্ধি ছড়ানো উত্তম কাজ।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪৮২, ৫২৫ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে)

কবরের উপর মোম বাতি রাখা

(১১) কবরের উপর জ্বলন্ত চেরাগ কিংবা মোম বাতি রাখবেন না। কারণ, এটা আগুন। কবরের উপর আগুন রাখলে মৃতের কষ্ট হয়। হ্যাঁ! আপনার কাছে যদি কোন চার্জ লাইট, টর্চ লাইট, টর্চওয়ালা মোবাইল ফোন না থাকে সরকারি কোন লাইটও যদি সেখানে না থাকে, কিংবা থাকলেও বন্ধ থাকে,

www.dawateislami.net

আর রাতের অন্ধকারে পথ চলার জন্য, কিংবা উদ্দেশ্য যদি কুরআন তিলাওয়াত হয়, তাহলে কবরের এক পাশে খালি জমির উপর মোম বাতি অথবা চেরাগ রাখা যাবে। সে খালি জায়গাটি এমন হতে পারবে না যা পূর্বে কবর ছিলো, এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

(১২) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সহীহ মুসলিম শরীফের মধ্যে হযরত আমর বিন আস্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি ওফাতের সময় আপন সন্তানদের বলেন: আমি মারা গেলে, আমার সাথে যেন কোন বিলাপকারী লোক না যায়, আর না আগুন। (সহীহ মুসলিম, ৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯২। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৪৮২ পৃষ্ঠা)

যে কবর সম্পর্কে নিশ্চিত জানা নেই যে, এটি মুসলমানের কবর না কাফেরের

(১৩) যে কবর চেনা যাচ্ছে না, এটি কি মুসলমানের কবর না কাফেরের, তবে সে কবরের যিয়ারত করা, ফাতেহা দেওয়া কখনো জায়েয নেই। কারণ, কেবল মুসলমানের কবর যিয়ারত করাই সুন্নাত। আর ফাতেহা মুস্তাহাব। অন্যদিকে কাফেরের কবর যিয়ারত করা হারাম এবং তাদের ইছালে সাওয়াব করার ইচ্ছা পোষণ কুফরী। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা)

(১৪) নিজের জন্য কাফন প্রস্তুত করে রাখা দোষণীয় নয়। কিন্তু কবর খনন করে রাখা অর্থহীন। কে জানে কোথায় মরবে!

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

হোঁ বারে গুনাহ্ চে না খাজিল দোশে আযীযাঁ,
লিল্লাহ মেরি না'য়াশ করো আয় জানে চামান ফুল।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
সহীহ মুসলিম	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত	সুনানে ইবনে মাজাহ	দারুল মারিফাত, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	মুসতাদরাক	দারুল মারিফাত, বৈরুত
মুসনদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুজামুল আওসাত	দারুল ফিকির, বৈরুত	মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মাউসুআয়ে ইবনে আবিদ দুনিয়া	আল মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত	কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
তারিখে বাগদাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	হিলয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মিরকাতুল মাফাতীহ	দারুল ফিকির, বৈরুত	দালায়িলুন নুবুয়ত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
শরহুস সুদূর	মারকাযে আহলে সুন্নাত বরকত রযা, ভারত	ফতোওয়ায়ে আলমগিরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
হাদিকায়ে নাদীয়া	সরদারাবাদ	দুররে মুখতার	দারুল মারিফাত, বৈরুত
ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	**রযা ফাউণ্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর**	রদ্দুল মুহতার	দারুল মারিফাত, বৈরুত

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❊ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা